সম্পাদকীয়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানান উৎসব, দেশ-বিদেশের রবীন্দ্রপ্রেমীরা সক্রিয় হয়েছেন কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। আমাদের কাছেও পৌঁছেছে সেই সুরের অনুরণন -- "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ / ধন্য হোল, ধন্য হোল মানবজীবন।" সেই ভাবাবেগে আপ্লুত আমরাও। আর তারই ফলস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই মুখ্যত এইবারকার "অঞ্জলি" সম্পাদনার দুঃসাহসিক অভিযান। আসলে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রয়োজন তা অর্জন করা একেবারেই সহজ নয়। তবু ভালবাসার টানে সেই অক্ষমতাকেও উপেক্ষা করা হোল।

বিদগ্ধ গুণীজনদের মত আমিও বলতে চাই, "আমার মনোজগত রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধানে বলুন, আমার মনোময় জগত সেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাঁকে আমিও আমার 'জীবনের ধ্রুবতারা' করতে চাই তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক যেন একতরফা। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাকে উজ্জীবিত করে। বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের জন্য চিত্তশুদ্ধি হয়, উত্তরণের শিহরণও জাগে। কিন্তু যে অধ্যাত্মের ভিত্তিতে রচিত এই কবিতা ও গান, যা আমার এত প্রিয়, তাকে তো আমার জীবনদর্শন নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিই নি ! উপনিষদের শাশ্বত বাণী, কাব্যায়িত সহজ-সরল রূপে যখন প্রকাশ পেয়েছে কবিগুরুর রচনায় তখন সেই সৃষ্টির মহত্ত্বের যৎসামান্য অনুধাবন করতে পারলেও, অন্তর্নিহিত গভীর চেতনাকে নিজের অন্তরে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। তাই কবির বাণী আমার কাছে শুধু বাণীতেই সীমিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেদিন আমার হৃদয়ে, সকল পূজার মন্ত্রের সাথে একাকার হয়ে মিশে যাবে, সেদিন আমি রবীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানানোর অধিকার লাভ করবো।

সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার নবমূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। আজকের সমাজেও রবীন্দ্রনাথের মূল চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা হয়তো বেড়েছে বৈ কমে নি। আনন্দের বিষয়, দেশে-বিদেশের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন। রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ যার কোনও দিন হয় নি তার কাছেও রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন। আমাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়েও আমরা সেই ব্রত পালনে উদ্যোগী। এই প্রসঙ্গে অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানাই সেই শুভানুধ্যায়ীদের যারা তাঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নানান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত কোরে "অঞ্জলি"কে সাহায্য করেছেন কবিগুরু-র সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনে।

জাপানের সাথে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ দীর্ঘকালের। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে যে তীর্থক্ষেত্র গড়ে তোলেন, সেই তীর্থক্ষেত্র আকর্ষণ করেছে বহু জাপানীকেও। জাপান থেকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়েছেন অথবা জাপানে রবীন্দ্রচর্চায় নিয়োজিত থেকেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই "অঞ্জলি"র একটি বিশেষ অংশ তাঁদের রচনা দিয়ে সংকলিত করা হোল।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের অধিকারী নেপালচন্দ্র রায়কে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার জীবনের শেষভাগে এই কথাটা বোঝাবার জন্যেই আমি বেরিয়েছি যে, সব দেশই আমার দেশ এবং সকল দেশের ইতিহাসে জড়িয়ে মানুষের ইতিহাস তৈরী হচ্ছে। কেউবা দুঃখ দিচ্ছে কেউবা দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু মোট ফলটা সব এক জায়গায় গিয়ে জমে উঠছে -- নানা সভ্যতা এবং নানা রাজ্য সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা গড়ায় মানবমহিমার এক বিরাট মন্দির তৈরি হচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার বাণী তাঁর সার্ধশতবর্ষেও কতটা প্রাসঙ্গিক তার বিচার করুন নিখিল বিশ্বের মুক্তমনা মানুষেরা, আর তাঁর বিপুল ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যে ধন্য হোক সকল প্রাণী।
"অঞ্জলি"র পাঠক পাঠিকাদের জানাই আন্তরিক শারদীয় শুভেচ্ছা ।।

Editorial

Drawing those that hold his works in high estimation, preparations are right now under way everywhere in the world to celebrate Rabindranath Tagore's one-hundred and fiftieth birthday. We too resonate to this enthusiasm by dedicating Anjali 2010 to the memory of the poet whose pervasive influence we continue to feel in all walks of our lives. Indeed, it was our love and admiration for this noble soul that had emboldened us to defy our shortcomings and urged us on in our venture.

Tagore is our retreat from all earthly clamors, as the wise say, for the path that he laid before us promises our unity with the sublime. However, much as I, for one, seek guidance in his philosophy or poetry on my way along this path, I seem somehow to stray away into a one-way alley. His lyrics do seem at times to cleanse my soul and imbue me with a feeling of emotional fulfillment. Yet, I realize eventually that I have failed to follow his guidance in deciding the course of my life. If momentarily, they do awaken me to the messages of the Upanishads, though, alas, never leaving a permanent mark on my soul. His words are no more than just words in my world. If ever they merge with my prayers and settle in my heart, I will know for certain that I have paid him my tributes.

On his one-hundred and fiftieth birthday it is necessary to reassess Tagore and reassure ourselves of his relevance to our society today. Happily, there are many among us aware of the need to acquaint the younger generations with his legacy. As for us around Anjali, we think that, notwithstanding our limitations, we made the best use of our resources to enrich it this year with materials readers will enjoy. We extend our heart-felt thanks to those who helped us by throwing light on Tagore's multi-faceted activities.

Tagore's relationship with Japan was as long as it was deep. His Vishwabharati attracted many from Japan. It is of great importance to us to know of the experience sons and daughters of this country gained there. Part of Anjali is devoted exclusively to their views.

To Nepal Chandra Roy who taught in Santiniketan and also played a role in the ashram's management, Tagore once wrote that he considered himself a son of all the countries, in whose individual histories are woven the annals of mankind as a whole. Some countries have a background of inflicting sorrows, while some might have one of suffering pain. However, all that make up history collect eventually in one place. Story of civilizations and the rise and fall of empires are instrumental in building an imposing temple extolling the glory of humanity. This, he added, was the message he intended to reach the world's citizens. Tagore at the time was fairly advanced in age and was sailing abroad.

Let all open-minded citizens of the world decide how relevant Tagore's profound legacy is in leading all the world's citizens on a path of glory.

"Anjali" extends best wishes to all its readers.